পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রায়োগিক গবেষণার প্রকল্পের তালিকা ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব

ক্রঃ নং	প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	অর্জিত ফলাফল
১.	Small Farmers and Landless Laborers Development Project	১৯৭৬-৮১	বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণ (মাইক্রোক্রেডিট) ধারনাটি এ প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বপ্রথম প্রবর্তন হয় এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক ইহার স্বীকৃতি পায়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীন দারিদ্র পরিবারের স্থায়ী জামানত সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়াও উপকারভোগীদের মধ্যে বিতরনকৃত ক্ষুদ্র ঋন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ধনিদের চেয়ে দারিদ্রগোষ্ঠীর ঋণ পরিশোধে বেশি নিয়মিত ছিলেন।
২.	Development of Destitute Women	১৯৭৭-৮২	অসহায় মহিলারা তাদের উপার্জন এবং সঞ্চয়ের বেশিরভাগ অংশ তাদের সন্তান এবং স্বামীর প্রয়োজন মেটাতে ব্যয় করেছেন। নিঃস্ব সদস্যরা ঋণ পরিশোধের বিষয়ে আরও আন্তরিক এবং নিয়মিত ছিল। প্রায়শই অসহায় মহিলারা তাদের স্বামী বা পুরুষ সদস্য এবং এমনকি গ্রামের নেতৃবৃন্দ দ্বারা বিভ্রান্ত হত।
৩.	Local Level Planning	১৯৮০-৮৪	এ প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ জেলার আওতাধীন রায়গঞ্জ উপজেলার জন্য একটি "প্রোটোটাইপ পরিকল্পনা" তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু তহবিলের অভাবে তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। তবে পরবর্তীকালে "তৃণমূল পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সম্প্রদায়গত ক্ষমতায়ন" শীর্ষক আরেকটি প্রকল্প একই অঞ্চলে চালু করা হলে এ প্রকল্পের স্থানীয় স্তরের পরিকল্পনার ধারণাটিকে মূল কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।
৪.	"Tubewell Command Area Development (TCAD)"	১৯৮০-৮৩	বাংলাদেশে আশির দশকের পূর্বে স্থাপিত প্রতি ঘন্টায় ২ লক্ষ লিটার পানি উত্তোলনক্ষম একটি গভীর নলকূপ থেকে মাত্র ৪০ একর জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হতো। গভীর নলকূপের সেচ এলাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একাডেমী ১৯৮০-১৯৮৩ সময়কালে FAO/UNDP অর্থায়নে "Tubewell Command Area Development (TCAD)" শীর্ষক একটি প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করে। উক্ত প্রায়োগিক গবেষণার ফসল হিসেবে ''Buried Pipe System of Irrigation (ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা)'' Concept এদেশে প্রতিষ্ঠা পায়। আরডিএ কর্তৃক উদ্ভাবিত এইরূপ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা স্থাপন করার ফলে পূর্বে কথিত সমক্ষমতা সম্পন্ন একটি গভীর নলকূপ থেকে ১৬৬ একর বোরো ধানের জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। গভীর নলকূপ সেচ এলাকার এইরূপ বৃদ্ধির ফলে একর প্রতি বিদ্যুৎ/জ্বালানী খরচ (৭৫%) কমানো সম্ভব হচ্ছে। উপরন্ত পানির অপচয় ৬০% থেকে ৫%-এ আনা সম্ভব হয়েছে এবং ভূ-উপরিস্থ সেচনালার পরিবর্তে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা স্থাপনের ফলে ১৬৬ একর সেচ এলাকায় ৩ একর জমির অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে। সেচনালা নির্মাণে ভূমি মালিকদের মধ্যে সম্ভাব্য সামাজিক দ্বন্দ্ব এড়ানো সম্ভব হয়েছে। আরডিএ-এর অভিজ্ঞতার আলোকে এই ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা বর্তমানে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন- বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, স্থানীয়

ক্রঃ নং	প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	অর্জিত ফলাফল
			সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, উত্তর-পূর্ব ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প (কৃষি মন্ত্রণালয়), গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশন (গ্রামীন ব্যাংক) দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সফলভাবে ব্যবহার করছে।
৫.	Dual Uses of DTW" শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা	১৯৮১-৮৩	গভীর নলকূপকে লাভজনকভাবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে Dual Uses of DTW" শীর্ষক একটি প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এই লক্ষ্যে ১৯৮৬ সনে এফএও (FAO)/ইউএনডিপি (UNDP)'র অর্থায়নে বগুড়া জেলার সদর উপজেলাধীন শশীবদনী গ্রামে স্থাপিত গভীর নলকূপ থেকে সেচ ও খাবার পানি সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত গ্রামে মোট ১৪০ একর জমিতে সেচের পাশাপাশি গ্রামের প্রায় আড়াই হাজার লোককে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। পরবর্তীতে এই মডেলটি জাতীয় ও আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। মডেলটি সিরডাপভূক্ত ১১টি দেশে এবং বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রকল্পভূক্ত বেশ কিছু এলাকায় বাস্তবায়িত হয়। বর্তমানে এলজিইডি এবং ব্র্যাক এর বিভিন্ন প্রকল্প এলাকায় এই মডেল স্থাপিত হচ্ছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের বিভিন্ন প্রকল্প এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহের এই মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এবং আরডিএ কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
৬.	Village Child Development Project	১৯৮১-৮৫	প্রশিক্ষিত Traditional Birth Attendants (TBA) দ্বারা মায়েদের মাতৃত্বকালীন শিশু মৃত্যুর হার এবং প্রাক-প্রাপ্ত বয়স্ক মাতৃ মৃত্যুকে বহুলাংশে হ্রাস করেছে।
৭.	সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (IMP)	১৯৮৪-৮৭	এ প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে সেচ এলাকা ৩৯.২৩% বৃদ্ধি এবং সেচ খরচ ১৩.৪৬% হ্রাস পেয়েছে।
৮.	Integrated Action for Out-of-School Children and Their Families	১৯৮৫-৮৯	ভূমিহীন দরিদ্র মহিলারা যদি একটি সাধারণ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অধীনে সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত হয়, তবে প্রযুক্তি ও আর্থিক ব্যাকআপের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং পরিসেবার জন্য সরাসরি উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে।
৯.	Landless Women Development Project	১৯৮৬-৯০	রেশম চাষের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করাই ছিল এ প্রকল্পের মূল কাজ। পাশাপাশি ছাগল পালন, গাছ লাগানো ও ছোট ছোট ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে গ্রামীণ নারীর অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটিয়েছে।
১০.	Social Forestry in Integrated Rural Development (SFIRD)	১৯৮৬-৯১	দ্রুত বর্ধমান গাছের প্রজাতির সাথে পরিচিত এবং বাড়ীঘর ও রাস্তার পাশের এলাকায় মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে গাছ লাগানো হয়েছিল। রাস্তার পাশের তুলনায় বসতবাড়ি অঞ্চলে গাছের বেঁচে থাকার হার তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। প্রশিক্ষণ কর্মসূচী এবং সীড ক্যাপিটাল ব্যবহারের মাধ্যমে উপকারভোগীদের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
১১.	Rural Development	১৯৮৮-১৯৯৪	দারিদ্র হ্রাসকরণের জন্য এ প্রকল্পের আওতায় মূলতঃ তিনটি দলকে সংগঠিত করা হয়েছিল যথা- (ক) ভূমিহিন সমিতি (খ) পল্লী

ক্রঃ নং	প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	অর্জিত ফলাফল
	Through Village Organization		সমাজকল্যাণ সমিতি এবং (গ) যুব সমাজ।
১২.	Water Resources Development for Small Scale Irrigation and Household Purposes.	১৯৮৯-৯২	সেচ নালা দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ এলাকা বৃদ্ধি তথা উৎপাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি গভীর নলকূপ থেকে সেচের পাশাপাশি নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ করা হয়েছে যেখানে পানি জনিত রোগ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। আরডিএ দ্বারা নির্মিত মডেলটি ইতিমধ্যে এগারোটি সিরডাপ সদস্য দেশগুলিতে হস্তান্তর করা হয়েছে।
১৩.	Model Village in Rural Development	১৯৯১-২০০০	প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন গ্রুপের সদস্যরা বিভিন্ন কারণে তাদের বিকাশ কার্যক্রম পরিচালনা করতে যথেষ্ট সক্ষম হয়েছে যেমন- (ক) গ্রাম সংগঠনের অস্তিত্ব (খ) সদস্যদের দ্বারা ব্যয় সাশ্রয়ের মাধ্যমে গ্রুপ দ্বারা পরিচালিত নিজস্ব মূলধনের উপস্থিতি (গ) প্রকল্পের এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন পরিসেবা সরবরাহকারী (জিও/এনজিও) এর সাথে কার্যকর সংযোগ স্থাপন।
১৪.	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (সিভিটিপি)	১৯৯১-২২	এ প্রকল্পটির আওতায় ৬৪ টি জেলার ৬৬ উপজেলায় গ্রাম ভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠন করে তাদের মাঝে অগ্রাধিকারমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ক্ষুদ্র ঋন বিতরনের মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন করা।
১৫.	Joint Study on Rural Development Experiment (JSRDF)	১৯৯২-৯৪	প্রকল্পটি গ্রামবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার একটি বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। গ্রাম কমিটির বৈঠকটি গ্রামবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং এর সমাধানের ক্ষেত্রে নিয়মিত যোগাযোগের জন্য একটি ফোরাম তৈরি করেছে। গ্রাম কমিটির সভা নিয়িমিত হয়েছে এবং উপস্থিতির হার সন্তোষজনক।
১৬.	Juanpur Public Health Education	১৯৯১-৯৫	সিলড ল্যাট্রিনগুলির ব্যবহার অত্যন্ত সন্তোষজনক, কারণ তাদের বাচ্চাসহ পরিবারের সমস্ত সদস্য তাদের ল্যাট্রিন ব্যবহারে নিয়মিত ছিলেন। পরিবারে মলদ্বার দ্বারা সৃষ্ট রোগের প্রকোপ অত্যন্ত নগন্য। বেশিরভাগ সুবিধাভোগী তাদের ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন। বেশিরভাগ সুবিধাভোগী তাদের ল্যাট্রিনগুলি পরিষ্কার রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন। ল্যাট্রিন স্থাপনের ফলে রোগের প্রকোপ হ্রাস পেয়েছে এবং উন্নত স্বাস্থ্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।
১৭.	Crop Diversification Programme	১৯৯২-৯৯	মোট প্রায় ১০০ টি উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাত বাংলাদেশের বিভিন্ন কৃষি-পরিবেশগত অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ছাড়া স্থানীয়ভাবে বীজ আলুর সংরক্ষণের প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
১৮.	Rural Housing Project.	১৯৯৩-২০০৩	ঘর নির্মাণ করার পরিবর্তে ক্ষুদ্র ঋণ বিরতণ করা অতীব জরুরী, অন্যথায় গ্রামীন দরিদ্র পরিবার ঘরের ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম।
১৯.	সেচ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর	১৯৯৪-১৯৯৯	সেচ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর আওতায় সেচ সংক্রান্ত বাস্তবভিত্তিক বিভিন্ন

ক্রঃ নং	প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	অর্জিত ফলাফল
	আওতায় সমন্বিত প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প		প্রশিক্ষণ কর্মসূচী যেমন- সেচ ব্যবস্থাপনা অবহিতকরণ, খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা, পাম্প অপারেটর ও সেচযন্ত্র মেকানিক্স প্রশিক্ষণ কোর্সের "প্রশিক্ষণ মডিউল" তৈরী করা হয়েছে। ডিএই (DAE), বিআরডিবি (BRDB), এলজিইডি (LGED) এবং বিএডিসি (BADC)'র সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণকে উক্ত প্রশিক্ষণ মডিউল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং অদ্যাবধি বিভিন্ন প্রকল্পের/কর্মসূচির আওতায় চলমান রয়েছে।
২০.	দারিদ্র বিমোচনে সামাজিক বনায়ন প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প।	১৯৯৫-৯৯	প্রকল্পের আওতায় ৩৩০টি গ্রুপের সদস্যদের গাছ লাগানো, নার্সিং এবং গাছের রক্ষণাবেক্ষণ, উদ্যান ও নার্সারি বিকাশ, রান্নাঘরের বাগান, পশুপালন ও হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বনায়ন কর্মসূচির আওতায় চারটি প্রকল্প গ্রামে মোট ৫৫,৩৩৫টি বিভিন্ন ধরণের চারা রোপণ করা হয়েছে; যার মধ্যে ২১,৪৩০ টি রাস্তার পাশে এবং ৩৩,৯০৫টি বসতবাড়ি, পুকুরের পাড় এবং অন্যান্য সরকারী জমিতে রোপণ করা হয়েছিল। এছাড়া মোট ২০৬৭ জন সদস্য বিভিন্ন আইজিএ'র উপর ঋণ পেয়েছেন; যার মধ্যে ১৫১৫ জন পুরুষ এবং ৫৫২ জন মহিলা। এ ছাড়াও প্রকল্পের গ্রামে তিনটি নার্সারি, ৮০টি পোল্ট্রি ফার্ম এবং ১১৭৩টি রান্নাঘর উদ্যান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
২১.	Homstead Gardening Project	১৯৯৭-১৯৯৯	প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা গৃহস্থালীর সম্পদ সম্পর্কে সচেতন হয়েছে এবং সবজির বীজ এবং সবুজ শাকসব্জি উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় ২৫টি করে মোট ১৩৫টি নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি, ১৯৫টি সবজি উদ্যান ও ৪৫০ জন গ্রুপ লিডারদের জন্য এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া সয়াবিনের উৎপাদনের জন্য ১৫টি গ্রামে সয়াবিন থেকে প্রস্তুত বিভিন্ন ধরণের খাবারের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
২২.	দারিদ্র বিমোচনে তৃণমূল পর্যায়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প।	১৯৯৭-২০০৪	প্রকল্পের আওতায় ৬৩৩টি গ্রামকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এই গ্রামগুলিতে ১৪৫টি মহিলা দল এবং ১১৬১ জন পুরুষ দলকে প্রতিনিধিত্ব করে মোট ৩০৩০টি গ্রাম সংগঠন গ্রুপ (ভিওজি) গঠিত করা হয়েছে। এই ভিওজি গুলোতে ৪০০ কোটি টাকার সীড ক্যাপিটাল স্থানান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও, ভিওজি সদস্যরা প্রকল্প থেকে প্রযুক্তিগত ব্যাকআপ এবং প্রকল্পের অঞ্চলে কর্মরত অন্যান্য পরিসেবা সরবরাহকারী (জিও/এনজিও) দিয়ে বেশ কয়েকটি উপার্জনজনক কার্যক্রম শুরু করেছেন। অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় রিফ্লেক্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে ৪৪ টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত এবং ১০৮৮জন নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাকে অক্ষর জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে। মোট ৭৩৬৩টি অগভীর নলকূপ এবং ১৯৯৯টি সিলড ল্যাট্রিন স্থাপনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত শারীরিক অবকাঠামো স্থাপন করা হয়েছে।
২৩.	বন্যা পরবর্তী দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসনকল্পে স্বল্প ব্যয়ের	১৯৯৯-২০০৪	প্রচলিত প্রযুক্তিতে ঘন্টায় ২ লক্ষ লিটার পানি উত্তোলন ক্ষমতাসম্পন্ন নলকূপ স্থাপন করতে গভীরতা অনুযায়ী ব্যয় হয় ১৫ থেকে ৪০ লক্ষ

ক্রঃ নং	প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	অর্জিত ফলাফল
	গভীর নলকূপের বহুমুখী ব্যবহার শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প।		টাকা। গভীর নলকূপ স্থাপনার ব্যয় কমানো সম্ভব না হলে গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য গভীর নলকূপ কোন সুফল বয়ে আনতে পারবে না। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে গভীর নলকূপ বসানোর খরচ কমানোর জন্য একাডেমী বর্তমানে নিজস্ব প্রযুক্তি এবং দেশীয় মালামাল ব্যবহার করে গভীরতা ও পানি উত্তোলন ক্ষমতা অনুযায়ী ০.৬০ লক্ষ থেকে ৫.২৫ লক্ষ টাকায় একটি গভীর নলকূপ বসাতে সক্ষম হয়েছে। ''স্বল্প ব্যয়ে গভীর নলকূপ স্থাপন এবং তার বহুমূখী ব্যবহার'' এই মডেলটিকে ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয় করে তুলছে। স্বল্প ব্যয়, বহুমূখী ব্যবহার এবং সেই সাথে পানির অপচয় কমানোর মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করে ব্যক্তিমালিকানায় গভীর নলকূপ স্থাপনের চাহিদাও উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। মডেলটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ৭৪৮.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ১৯৯৯-জুন ২০০৪ মেয়াদে ''বন্যা পরবর্তী দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসনকল্পে স্বল্প ব্যয়ের গভীর নলকূপের বহুমুখী ব্যবহার প্রায়োগিক গবেষণা'' শীর্ষক প্রকল্পটি দেশের বন্যা কবলিত ১০ জেলার ২০টি এলাকায় সম্প্রসারণ করা হয়।
২৪.	Seed Health Improvement Project (SHIP)	১৯৯৯-২০০০	এ প্রকল্পের আওতায় চালের উৎপাদ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে (১০-১৫%)। পাশাপাশি কৃষকের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও পুরুষের ন্যয় মহিলাদের সমওজন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।
২৫.	আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ খাবার সরবরাহ প্রকল্প	২০০১-২০০৬	আরডিএ উদ্ভাবিত নিরাপদ পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট স্থাপন করে আয়রন ও আর্সেনিক মুক্ত পানি সরবরাহের মডেল উদ্ভাবন করে দেশের আর্সেনিক প্রর্বন ২৪টি এলাকার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।
২৬.	সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান, পল্লী কর্মসমূহে নিয়োজিত শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প	২০০৫-২০০৯	প্রকল্পের অন্যতম মূল কর্মকান্ড প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে দেশের মোট ৫১টি স্থানে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে যেখানে দেশীয় প্রযুক্তির মাধ্যমে আরডিএ উদ্ভাবিত স্বল্প ব্যয়ে গভীর নলকূপ স্থাপন; সেচকার্যে উন্নত পানি পরিবহন ব্যবস্থা (ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন) নির্মাণ; গৃহস্থালী কাজে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক ইত্যাদি কাজগুলি বাস্তবায়িত হয়েছে। ফলে প্রকল্প এলাকায় কৃষি ভিত্তিক খাতগুলি যেমন- সেচ, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ, খাবার পানি ইত্যাদি) কর্মসংস্থান তৈরী হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের প্রথমে বিভিন্ন আইজিএ'র উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং পরবর্তীতে নির্দিষ্ট আইজিএ ভিত্তিক ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়।
২৭.	পল্লী ফসল ক্লিনিক (আরপিসি) (Rural Plant Clinic in Bangladesh)	২০০৫-২০১৩	অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঠিক পরামর্শের অভাবে অনুমান নির্ভর মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক বালাইনাশক বিষ ব্যবহারের কারনে পরিবেশ বিপর্যয়ের পাশাপাশি কৃষকের উৎপাদন ব্যয় বহুগুণে বেড়ে যায়। ফসলের স্বাস্থ্য সেবার এ অবস্থা দেশের পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য, কৃষিপণ্যের রপ্তানী প্রভৃতি বহুবিধ ক্ষেত্রে মারাত্তক হুমকি ডেকে আনছে। কীটনাশক

ক্রঃ নং	প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	অর্জিত ফলাফল
			বিষের ভয়াবহ আগ্রাসনে জলজ প্রাণী, উপকারী পোকা-মাকড়, সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতি বিলুপ্তির পথে। তাই কৃষকের সময়ের সাথে সংগতিপূর্ণ একটি স্থানীয় পরার্মশ ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বগুড়া প্রায়োগিক গবেষনার মাধ্যমে পল্লী ফসল ক্লিনিক মডেল উদ্ভাবন করেছে যা প্রকৃত পক্ষে একটি স্থানীয় জ্ঞান কেন্দ্র (Local Knowledge Centre) হিসেবে গড়ে উঠেছে। এ কর্মসূচির আওতায় উদ্ভিদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে নতুন সমস্যা চিহ্নিতকরণসহ শতাধিক জৈব বালাই নাশক ব্যবস্থার প্রচল করা সম্ভব হয়েছে।
২৮.	দক্ষিণ ও পার্বত্যাঞ্চলে আরডিএ-উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে সেচ এলাকা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প	**২০০৬-২০১০**	এ প্রকল্পের আওতায় দেশের দক্ষিণাঞ্চল ও পার্বত্য অঞ্চলের জেলা গুলিতে মোট ১৫টি এলাকায় আরডিএ, বগুড়া উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ফলে দক্ষিণাঞ্চল ও পার্বত্য অঞ্চলের অঞ্চলে সেচ এলাকা উল্লেখযোগ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া এ অঞ্চলের জনসাধারণের জন্য পুকুর ও ছড়ার পানি পান করার পরিবর্তে সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।
২৯.	Women to Women Seed Extension Project “গ্রামীণ নারী বীজ ব্যবসা (ওয়াইজ)”	২০০৬-২০১০	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া জেলার শাজাহানপুর উপজেলার মারিয়া গ্রামের কৃষক-কৃষানীদের অংশগ্রহনে দীর্ঘ দিন গবেষণার মাধ্যমে গ্রামীন নারীদের উদ্ভাবনী ভিত্তিক ’মারিয়া বীজ প্রযুক্তি মডেল’ উদ্ভাবন করে যা অত্যন্ত কার্যকর একটি কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন মডেল হিসেবে ইতোমধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংগনে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। গ্রামীণ নারীদেরকে প্রশিক্ষণ সহায়তার মাধ্যমে এক ধাপ উন্নীত করে বীজ ব্যবসায়ী হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটিয়ে “নারী বীজ ব্যবসা (ওয়াইজ)” শীর্ষক সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে নারীদেরকে সংগঠিত করে নারী বীজ ব্যবসায়ী সমিতি (ওয়াইজ এসোসিয়েশন) গঠন করা হয়েছে।দেশের দক্ষিন অঞ্চলের ১৪ টি জেলার ১৯২০ জন নারীকে এলজিইডি’ এর ক্ষুদ্রকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়তায় ওয়াইজ মডেল ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ দেশে বেশীরভাগ নারীরাই কৃষি উন্নয়নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদেরকে সর্বপ্রথম বীজ ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত করে নারীর মাধ্যমে দেশব্যাপী বীজ উন্নয়নের ধারণাকে ছড়িয়ে দিতে এ মডিলটি কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।
৩০.	Development and Dissemination of Water Saving Rice Technology in South Asia-Bangladesh	২০০৬-২০১০	এ প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার ০৪টি দেশে (বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত ও নেপাল) সর্বপ্রথম পর্যায়ক্রমে ভেজানো ও শুকানো পদ্ধতি (এডব্লিউডি) প্রচলন শুরু করা হয়েছে এবং এ পদ্ধতিতে বাংলাদেশে মূলত: ধান চাষে ৩২% পানি সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে।
৩১.	আরডিএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে	২০০৭-১৪	ভূ-পরিস্থ পানি (নদী/খাল) সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করে দেশে ৪৫টি

ক্রঃ নং	প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	অর্জিত ফলাফল
	ভূ-পরিস্থ পানি দ্বারা সেচ এলাকা উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লী জীবিকায়ন উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প		এলাকায় কমান্ড এরিয়া (সেচ এলাকা) বৃদ্ধিসহ উন্নত সেচ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হয়েছে। আরডিএ উদ্ভাবিত ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালার মাধ্যমে প্রতিটি উপ-প্রকল্প এলাকায় ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ এলাকা ৫০ একর থেকে সর্বোচ্চ ১৬০ একরে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।
৩২.	Capacity Development for Local Government (CDLG)	২০০৮-১২	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) এবং এনএসএপিআর-২ এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি অনুষদ সদস্যরা প্রশিক্ষণে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সময় এবং গবেষণা কর্মে কম সময় ব্যয় করেন।
৩৩.	Action Research Project on Poverty Alleviation through Livestock Management and Bio-Gas Bottling (Revised)	২০০৯-১৫	প্রকল্পের আওতায় মোট তিনটি উদ্দেশ্য সফলভাবে অর্জিত হয়েছে যথা- (ক) বর্জ্য থেকে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রহস্থালির জন্য নিরাপদ গ্যাস সরবরাহ (খ) মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়নে জৈবসার উৎপাদন ও ব্যবহার এবং (গ) পাশাপাশি গ্যাস জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রীডে চাপ কমানো।
৩৪.	Promotion of Food Security through Soil Fertility Management in Hilly Areas	২০১০-১২	এ প্রকল্পের আওতায় বিশেষকরে পার্বত্যাঞ্চলে মাটির উর্বরতা শক্তি বাড়ানোর মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি তথা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।
৩৫.	Replication of RDA-developed WISE Model	২০১০-২০১৩	প্রকল্পের আওতায় মোট ২০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে (১০০০ জন মহিলা ও ১০০০ জন কৃষক)। প্রশিক্ষিত কৃষকের মাঝে উচ্চমানের সজি বীজ প্রদান করা হয়েছে যেখানে ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে ২০%। এছাড়াও ব্র্যাক/এসিআই গ্রামীণ মহিলাদের কাছ থেকে বীজ ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।
৩৬.	RDA-Cornell University, USA Collaborative Water Saving Raised Bed Project for the Central-West	২০১০-২০১৩	বেড পদ্ধতিতে চাষাবাদের প্রচলন। ফলন ২০% বৃদ্ধি, সেচ ৩০-৪২% কম ও সার প্রয়োগ ১০-১৫% হ্রাস ঘটেছে।

ক্রঃ নং	প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	অর্জিত ফলাফল
	Region of Bangladesh		
৩৭.	Establishment of Cattle Research and Development Centre under RDA, Bogra-Revenue Budget	২০১১-২০১৩	তিনটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেখানে মূল কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আরডিএ'র খামারে। অবশিষ্ট দুটি কেন্দ্র অবস্থিত হলো বাপার্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এবং জুজখোলা, পিরোজপুর। এছাড়া আরডিএ'র প্রদশনী খামারে অত্যাধনিক এআই ল্যাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেখান থেকে সারা দেশে দেশী গাভীকে কৃত্রিম প্রজণনের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে।
৩৮.	Improvement of Rice Based Cropping Systems in Barind Areas	২০১১-১৪	প্রকল্পের অর্জিত ফলাফল হলো- (ক) কৃষকদের আধুনিক ফসলের বিভিন্ন জাতের ধান-ভিত্তিক শস্য ব্যবস্থার সাথে পরিচয় (খ) জৈব পদার্থের কার্যকর ব্যবহারের সাথে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি (গ) কৃষকদের মাঝে নতুন ফসলের ধরণ প্রচার (ঘ) কৃষকদের জীবন-জীবিকা মান উন্নয়ন এবং (ঙ) অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন তথা দেশে খাদ্য সুরক্ষা বৃদ্ধি করা।
৩৯.	সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প	২০১১-২০১৪	প্রকল্পটি দেশে ৭৫টি এলাকায় আরডিএ উদ্ভাবিত সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ কৃষি উৎপাদনে দক্ষ ও সাশ্রয়ী পানি সম্পদ ব্যবহার এবং প্রশিক্ষণভিত্তিক ঋণ সহায়তা প্রাদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের পল্লী এলাকার দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।
৪০.	জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্তদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং বায়োগ্যাস প্রযুক্তি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা	২০১১-২০১৪	জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের জন্য সারা দেশে মোট ১৫টি উপ-প্রকল্প এলাকায় আরডিএ-মডেলে সুপেয় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও বায়ুগ্যাস প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।
৪১.	মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরস (M4C) শীর্ষক প্রকল্প	২০১৩-২০১৯	এ প্রকল্পের মূল অর্জন ছিল চর অঞ্চলের কৃষকদের পণ্য (মরিচ, ভূট্টা, কুমড়া, বাদাম, আলু ও সরিষা) ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় ও পরিবহনের নিমিত্ত বিভিন্ন উদ্যোগী সংস্থা যেমন- এসিআই, গাক, এনডিপি, ইউনাইটেড ফাইন্যান্স, এসকেএস ফাউন্ডেশন ও ব্র্যাক এর সাথে মার্কেট লিংকেজ তৈরী করা। সর্বোপরি SDC ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে M৪C প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে উত্তরাঞ্চলের ১০টি জেলার চরাঞ্চলে বসবাসরহ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে উন্নত বাজার ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১,২৪,০০০ পরিবারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪২.	পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে	২০১৫-২০২১	এ প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে ২০০টি জায়গায় মোট ৪টি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হয়েছে যথা- (ক) রেইজড বেড প্রযুক্তি (খ) পর্যায়ক্রমে ভেজানো ও শুকানো পদ্ধতি (এডব্লিউডি) (গ) এসআরআই প্রযুক্তি এবং

ক্রঃ নং	প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	অর্জিত ফলাফল
	ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প।		(ঘ) ট্রাইকো কম্পোস্ট। এ পদ্ধতিতে ফলন ২০% বৃদ্ধি, সেচ ৩০-৪২% কম ও সার প্রয়োগ ১০-১৫% হ্রাস ঘটেছে।
৪৩.	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার চর এলাকায় বসবাসরত দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প।	২০১৭-২০২১	এ প্রকল্পের আওতায় ৩০০০টি ছাগল (৬ মাসের ষ্টাইপেন্ড সুবিধাসহ), ৩০০০টি গরু (১৮ মাসের ষ্টাইপেন্ড সুবিধাসহ), সোলার পদ্ধতিতে ৪টি এলাকায় প্রতিটিতে ৩০০টি পরিবারে পানি সরবরাহ, ৮টি চরের গাড়ী সরবরাহ, ৩২টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক স্থাপন, ৪২টি চপিং মেশিন সরবরাহ, ২০০টি এআই ক্যান সরবরাহ, ১২০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ৩০জন এলএসপি তৈরী করা ।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

1. RDA Annual Reports
2. www.rda.gov.bd
3. Project Completion report
4. Project Planing & Monitoring Division